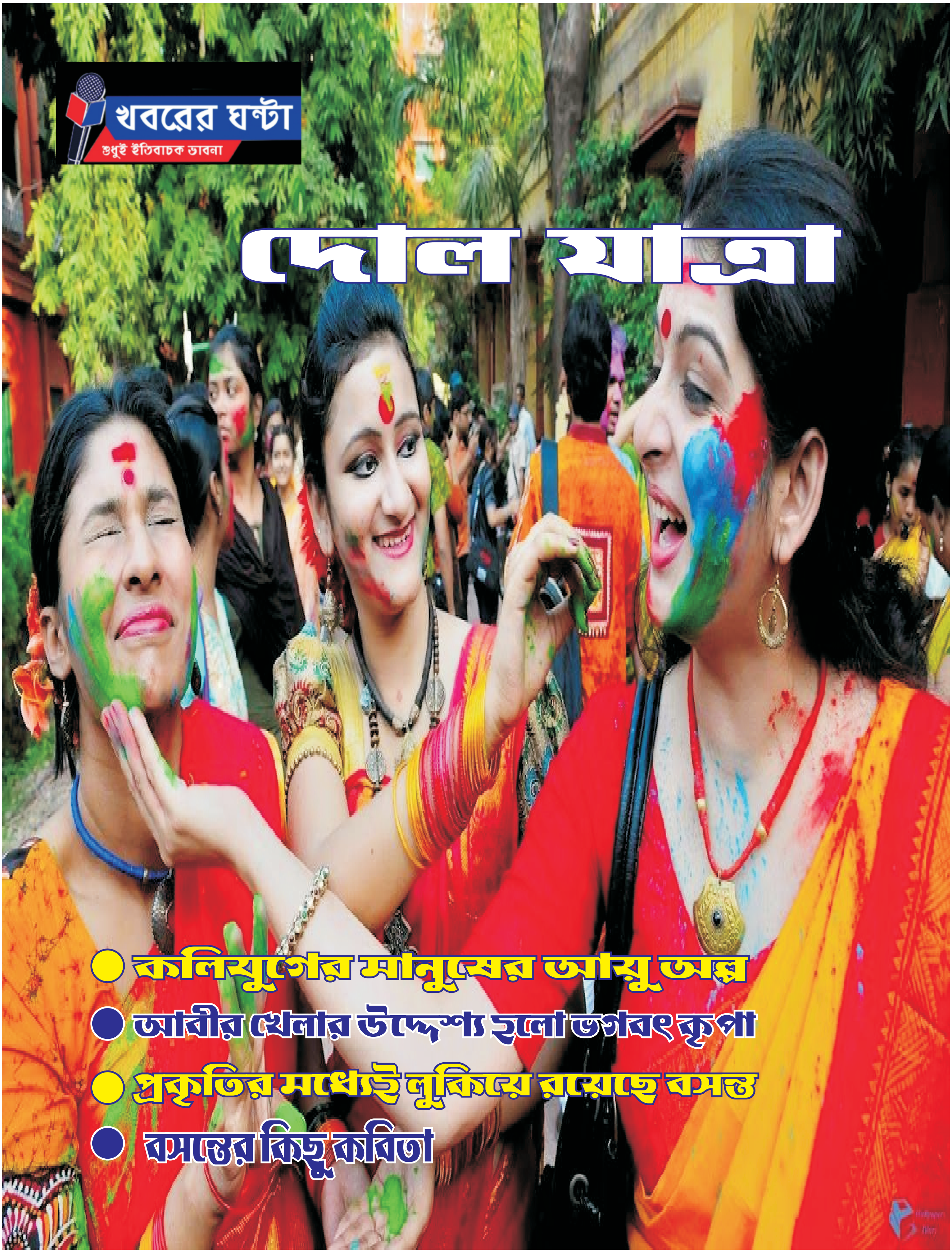

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

দোল যাত্রা

- কলিযুগের মানুষের আয়ু অল্প
- আবীর খেলার উদ্দেশ্য হলো ভগবৎ কৃপা
- প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বসন্ত
- বসন্তের কিছু কবিতা

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE
Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE
Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course
Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427
TERAI INTERNATONAL SCHOOL
Registration No : SO185236
HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII
DAY BOARDING FACILITY
FULL BOARDING FACILITY
TRANSPORTATION FACILITY
EXTRA CURRICULUM ACTIVITY
উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494
DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS
MD, FICS, FICOG
INFERTILITY SPECIALIST
LAPAROSCOPIC SURGEON

DR. VINAYAK DAS
MS (OBS & GYN)
SPECIALIST IN FOETAL
MEDICINE & HIGH RISK PREGNANCY

Prof. BENU GOPAL DAS
MS (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

SENIOR CONSULTANT
Dr. H. N. AGARWALA, MD, FICOG
Dr. P. B. ROY, MBBS

CONSULTANT GYNAECOLOGIST ATTENDING THIS NURSING HOME
Dr. J. K. JHA, MBBS, DGO
Dr. MALLIKA MUKHERJEE, MBBS, DGO
Dr. SAILESH ROY, M.S.
Associate Prof. N.B.M.C. & Hospital
Dr. VINEETA GUPTA, MD
Dr. SANJAY MAJUMDAR, M.D.
Dr. SAMPA ROY, MBBS, DGO

NEONATOLOGISTS & PAEDIATRICIANS
Dr. SANJAY CHOWDHURY, MD
Dr. PRINCE PARAKH, MD. FISPN
Dr. GOPAL KHEMKA, MD
Dr. NABIN BISWAS, MBBS, DNB
Dr. ARKYA SAHA, MD

LAPAROSCOPIC SURGEONS
Dr. SAILAJIA PRASAD GUPTA, MS
Dr. RAJARSHI GUHA, MS

EMERGENCY & BOOKING
RECEPTION NO.
+91 97332-77777
+91 80160-84200
TOLL-FREE NO.
1800-1200-00-123

AMMONIOCENTESIS - FOR DETECTION OF
ABNORMALITY OF FOETUS BY
Dr. VINAYAK DAS

OPD WILL BE CLOSED ON THURSDAY & SUNDAY
FOR AMBULANCE CONTACT-Mr. ASIT, M : 9832035221

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :
IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

PLEASE FEEL FREE TO CONTACT FOR ANY QUERY
RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, TOLL FREE NO. 1800120000123
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI
email : ramkrishnanurshinghome@yahoo.in/ drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.nrkss.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- PAUL AUTOMOBILES
- M&C IRON STORES
- VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘণ্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

খবরের ঘণ্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. VI Issue-9

1st March-31st March 2023 **DOL YATRA**

ষষ্ঠ বর্ষ-সংখ্যা-৯ দেশপ্রেম ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

মার্চ ২০২৩ দোল যাত্রা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা) জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কৌস্তভ বিশ্বাস (পুষ্প প্রেমিক)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Sub Editor : Arpita Dey Sarkar
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

পদ্মশ্রীদের নিয়ে আনন্দধারার প্রাক দোল উৎসব..............অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়...................................০৩

কলিযুগের মানুষের আয়ু অল্প........অখিলাত্মাপ্রিয় দাস................০৫

দোল পূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা........ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজ.........১৩

আবীর খেলার উদ্দেশ্য হলো ভগবৎ কৃপা, চিত্ত শুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি................ভক্তি বেদান্ত মাধব মহারাজ............................১৪

রংয়ের উৎসব হোলি.................সুজিত ঘোষ............................১৫

ঋতুরাজ..কবিতা বনিক...................১৬

সকললে দোল যাত্রার শুভেচ্ছা.............নির্মল কুমার পাল.........১৬

প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বসন্ত বা রংয়ের ঐশ্বরিক আনন্দ.................কৌস্তভ বিশ্বাস....................১৭

অসহায় মানুষের সেবায় আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ..অভিজিৎ দাস..১৯

বসন্ত উৎসবে মায়েদের জন্য সাবধানতা.........ডাঃ জি বি দাস....১৯

ভেষজ আবীর ব্যবহার করুন.................কৈলাশ শর্মা................২৩

দোল উৎসব তরাই বি এড কলেজে...........পুষ্পজিৎ সরকার.....২৩

ঃঃ কবিতা ঃঃ

আজি ফাগুন লেগেছে.................তন্ময় ঘোষ............................০৮

বসন্ত সঙ্গীত..................নির্মলেন্দু দাস....................................০৯

আবির রঙ-এ মাখামাখি..................মুকুল দাস...........................১১

বসন্ত উৎসব.................গোপা দাস..১১

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

ঘরোয়া পরিবেশে শিলিগুড়িতে সুন্দর হোম স্টে আমার কুটির......২৪

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

অমৃত—কথা

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও
যাও গো এবার যাবার
আগে
রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও
যাও গো এবার যাবার
আগে
তোমার আপন রাগে
তোমার গোপন রাগে
তোমার তরুন হাসির
অরুন রাগে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

সম্প্রীতির উৎসব

প্রথমে দোলযাত্রা। তারপর হোলি। বাংলাতো বটেই গোটা ভারতে এই উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। হোলি এসেছে হোলিকা শব্দ থেকে। অনেক স্থানে এই সময় হোলিকা দহন হয়। অর্থাৎ অশুভ শক্তির দমন। আধ্যাত্মিক পথের ভক্তরা বলছেন, নিয়ম হলো দোলের দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরনে আবীর নিবেদন করে প্রার্থনা করা হয়। গুরুজনদের চরনেও আবীর নিবেদন করা হয়। সবসময়ই প্রার্থনা থাকে, হে পরম পিতা, তুমি আমার চিত্ত শুদ্ধি করো। কাম ক্রোধ লোভ মায়া মোহ অহঙ্কার নামক যেসব রিপুগুলো রয়েছে সেইসব বিনাশ করে তুমি আমাকে শুদ্ধতা এবং আলোকের পথে নিয়ে চলো। ঐতিহ্যমন্ডিত দোল বা হোলি উৎসবের বিশেষ কিছু গুরুত্ব থাকলেও এখন সেসব নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলা চলে। এই দোল পূর্ণিমাতেই আবির্ভাব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। ফলে হিন্দু সনাতন ধর্মে যে তা বিশেষ বার্তা বহন করে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা দোল উৎসবের সাত্বিকতা ভুলে অসৎ বা অন্ধকার পথে হেঁটে চলেছি। বিভিন্ন অশুভ কর্মের ভোগ আমরা আমাদের জীবনে নিজেদের অজান্তেই টেনে আনছি। হোলির নামে নানান অসৎ কাজকর্ম হচ্ছে।

বসন্তের এই সময় ঋতুও অন্যরকম হয়ে ওঠে। ঋতুরাজ বলা হয় বসন্তকে। কিন্তু সেই প্রকৃতিও আজ তপ্ত। আমাদের সবুজ নিধন এবং অতিরিক্ত ভোগ বিলাসের জেরে প্রকৃতি আজ ক্রমশই প্রতিশোধ নিতে করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শাকসব্জি উৎপাদনও মার খাচ্ছে। চাষবাসে প্রভা ব ফেলছে। বসন্ত আমাদের বার্তা দেয়, প্রকৃতির আরও কাছে যাও। প্রকৃতিকে ভালোবাসো। কিন্তু কে শোনে সেসব? ফলে সামনে আমাদের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে আরও। দোল উৎসবের এই সময় আমাদের শুভ, অশুভ মূল্যায়ন করে নিজেদের মধ্যে সৎ ভাব জাগরনের প্রয়াস আমাদেরই নিতে হবে। সেই প্রয়াস নিলেই তাতে সার্থক হবে দোল উৎসব। আর এতে আমরা সকলেই ভালো থাকবো। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে এবারে খবরের ঘন্টা প্রকাশনে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। যারা খবরের ঘন্টা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তারা শুধু এটা মনে করবেন না যে বিজ্ঞাপনের জেরে তাঁর পণ্যের কোনো বিশেষ লাভ হলো। খবরের ঘন্টায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্তত এটা মনে করুন ইতিবাচক ভাবার মতো সৎ ভাব প্রচারে আপনি সামিল হলেন বিজ্ঞাপন দিয়ে। আপনার বিজ্ঞাপনের জেরে এই সংবাদমাধ্যমকে এগিয়ে দেওয়ার কাজ শক্ত হলো ।অর্থাৎ আপনিও এক সৎ শুভ কাজের আন্দোলনে সামিল হলেন, ধন্যবাদ। যারা লেখা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা।

Happy Holi Greetings to all :
Phone : 8145601235
8145601236
HONDA

Kaysons Honda
(Honda Exclusive Authorised Dealer)
Sevoke Road,Siliguri--734001

পদ্মশ্রীদের নিয়ে আনন্দধারার প্রাক দোল উৎসব

অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
(অধ্যক্ষা, আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। আমরা প্রাক দোল উৎসব করছি এবারে অন্যরকমভাবে। আমাদের উত্তরবঙ্গে গর্বের বিষয় হলো, এখানে পদ্মশ্রী করিমুল হক যেমন রয়েছেন তেমনই এবারে দুজনের নাম পদ্মশ্রী হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। তাদের একজন হলেন ধনীরাম টোটো। আলিপুরদুয়ার জেলার টোটোপাড়াতে তাঁর বাড়ি। মাদারাহাট এলাকায়। আদিম টোটো জাতি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তারজন্য তিনি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি টোটোদের জন্য বর্ণমালাও আবিষ্কার করেছেন। আরেকজন হলেন মঙ্গলাকান্ত রায়, তিনি ময়নাগুড়ির কাছে থাকেন। একশ বছর পেরিয়ে গেলেও তিনি সারেঙ্গি বাদ্যযন্ত্র ছাড়েননি। আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও তিনি সারেঙ্গি নিয়ে সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনিও আমাদের গর্ব। এইসব গুণী মানুষদের নিয়ে আমরা প্রাক দোল উৎসবের আয়োজন করছি। ৪ঠা মার্চ থেকে শুরু হবে আমাদের তিনদিনব্যাপী প্রাক দোল উৎসব। একটি অনুষ্ঠান হবে ৪ঠা মার্চ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ার শরৎ বোস রোডে । সেখানে পদ্মশ্রী করিমুল হক উপস্থিত হবেন। সেখানে শিশুদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। অংশগ্রহনকারীদের সেখানে শংসাপত্র দেওয়া হবে। ৫ই মার্চ আমরা চলে যাবো গরুমারার রামশাই বুধুরাম বনবস্তিতে। সেখানে আনন্দধারার পাঠশালা রয়েছে। সেখানে একশোর মতো বনবস্তির শিশু রয়েছে। সেই শিশুদের নিয়ে দোল উৎসব হবে। সেখানে উপস্থিত হবেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়। সেখানে শিশুদের নানা উপহার তুলে দেবেন পদ্মশ্রী মঙ্গলাকান্ত রায়। এরপর ৬ মার্চ নাগরাকাটায় ঘাসমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হবে। সেখানে

সকলকে দোল দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি

এখানে চার বছর বয়স থেকে গান শেখানো হয়। গলার শব্দ কিভাবে বাড়বে, শব্দ উচ্চারন ও মনসংযোগ বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এখানে। এছাড়া সারা বছর ধরে নানারকম অনুষ্ঠানের সুযোগ ও সুবন্দোবস্ত আছে। সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত

যোগাযোগ ঃ অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।
মোবাইল --- ৮৯১৮৩৩৮৮৬৭/৯৭৩৩২৮৪৬৭৮

গিয়ে আমি গান শেখাই। সেখানকার শিশুদের নিয়ে ৬ই মার্চ প্রাক দোল উৎসব হবে। সেখানে পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো উপস্থিত থাকবেন। আনন্দধারার এক আমন্ত্রনেই যেভাবে পদ্মশ্রীরা সাড়া দিয়েছেন তাতে আমরা খুশি । আমরা শহরবাসী বা শিশুদের কথাই চিন্তা করিনি। আদিবাসীদের কথাও আমরা চিন্তা করেছি। তাদেরকেও একদিনের জন্য আমরা যাতে আনন্দ দিতে পারি তার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে বিভিন্ন জনজাতি মিশে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বার্তা আমরা দিতে চাইছি। রং অনেক হলেও আমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। আমরা সবাই মানুষ। মানুষে মানুষে প্রেমই বড় কথা। এই বার্তাও আমরা দেবো প্রাক দোল উৎসবে।

আমরা আনন্দলহরী নামে একটি গ্রুপও খুলেছি। শিখা বোস এবং মঞ্জুদি সেটি পরিচালনা করেন।

তুলসী সান্যাল ঃ “ নমস্কার। আমি অনিন্দিতাদির সঙ্গে রয়েছি। আমি একজন গৃহবধূ। আজ কিছুদিন হলো অনিন্দিতাদির সঙ্গে আমি যুক্ত হয়েছি। দিদি আমাকে গান শেখাচ্ছেন। যে কোনো উৎসবে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। পরনিন্দা, পরচর্চা না করে এসব সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে। দিদি অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করছেন। আমার অনেক দিনের সুপ্ত বাসনা ছিলো কিছু কাজ করবো আমি। এখন অনিন্দিতাদির সঙ্গে থেকে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ দেখছি। তাতে ভালো লাগছে। আমিও সেই সব কাজের শরিক হতে পারছি , দারুন ব্যাপার। আর মহিলারা যদি পরনিন্দা, পরচর্চা করে সময় পার করি তবে মহিলাদেরই ক্ষতি। আমি কিছুই গান জানতাম না। এখন গান শিখছি। আনন্দধারার আনন্দলহরীর সঙ্গে থেকে দারুন অনুভূতি হচ্ছে। ”

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ “মহাসাহিত্য”

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ “ আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)” সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

কলি যুগের মানুষের আয়ু অল্প

অখিলাত্মাপ্রিয় দাস

(সভাপতি, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির)

সকলকে শিলিগুড়ি ইসকনের তরফ থেকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শীতের পর বসন্ত কাল, এই বসন্ত উৎসব শুরু হয়। আমরা শুনেছি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোলযাত্রার সময় বৃন্দাবনে রাধারানি গোপিকাদের সঙ্গে আনন্দ করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা এই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। রাধারানির ভাবে এবং তাঁর

শরীরের রং নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (স্বয়ং কৃষ্ণ) এই কলিযুগের যুগধর্ম প্রচারের জন্য আসেন । 'কলিযুগের যুগ ধর্ম নামেরও প্রচার, তথি লাগে পীত বর্ম চৈতন্য অবতার।' তিনি মানুষের মধ্যে প্রেমের বন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। ভাগবতে বলা আছে, কলি যুগের মানুষের আয়ু অল্প। তাঁরা কলহপ্রিয়, মানে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করবে, তাদের ভাগ্য মন্দ। তারা রোগব্যাধির দ্বারা পীড়িত থাকবে। এসবই হলো কলিযুগের লক্ষন। এরজন্য শান্তি, মৈত্রী ও

With Best Compliments From :

Kirrty

KAUSTAV BISWAS
B.E. (EEE)
Partner

M : 8391846988 (O)
9434875203

Reg. Office
Ashram Para
Nazrul Sarani
Siliguri-1

Corporate Office
Ananda Mangal Square
S.F. Road
Siliguri-734005

contactkirrty@gmail.com
kaustavbiswas@gmail.com

ভালোবাসার মাধ্যমে সারা জগতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আমরা শুনেছি। কিন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ হবে কি করে? যদি না আমরা আমাদের নিজেদের স্বরুপকে চিনি। আমরা একই ভগবানের নিত্যসেবক। সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, জৈন হোক, খ্রিষ্টান হোক, ইহুদি হোক। আমরা যে একই, বীজ প্রদানকারী পিতা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই কলি যুগে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরুপে অবতীর্ন হয়ে গোটা বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধেছেন ভালবাসার মাধ্যমে। যেমন জগাই মাধাই আমরা শুনেছি। 'মেরেছিস কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না?' সেই জগাই মাধাইকে পর্যন্ত তিনি উদ্ধার করলেন, তাঁকে আঘাত করলেও। দ্বাপর যুগে যারা বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন। যেমন শিশু পালকে বধ করেছেন, কংসকে বধ করেছেন তাঁর মামা। জরাসন্ধ , এমন রাজাদেরকে বধ করেছেন। কিন্তু কলি যুগে যদি বধ করতে হয় তবে সবাইকে বধ করতে হয়! কেননা কলি যুগে সবার মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে হৃদয়ের মধ্যে। এই আসুরিক প্রবৃত্তি রয়েছে সবার মধ্যে রয়েছে কমবেশি। তাই সেভাবে উদ্ধার হবে না। এখানে উদ্ধার করতে হলে ভালোবাসা দিতে হবে। সেজন্য হরিনাম, 'গোলকেরও প্রেম ধন, হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন'। সেই হরিনাম নিয়ে এসে সারা বিশ্বকে মাতিয়ে দিলেন এবং তাঁর যে ভবিষ্যৎবাণী,'পৃথিবীতে আছে যতো নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম'।সেই নাম প্রচার হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বে। ৭ই মার্চ দোলযাত্রা হবে কিন্তু এখন থেকে মায়াপুরে । এখন থেকে পরিক্রমা শুরু হয়ে গিয়েছে। নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে

ভক্ত-প্রতিনিধিরা এসেছেন। তাঁরা খালি পায়ে পুরো নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করছেন। সেখানে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া,চিন,রাশিয়া সবাই আছেন। এই হচ্ছে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। তাঁরা সকলে জয় শচিনন্দন,জয় শচিনন্দন বলে একে অপরের কাঁধে হাত দিয়ে পরিক্রমা করছেন। তাঁরা সকলে একে অপরকে ভালোবাসছেন। মায়াপুরে শুরু হয়েছে বিরাট উৎসব। সেই প্রেমের বন্ধনের দিন চলে এসেছে।

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে আমরা ইসকন শিলিগুড়ির তরফে সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। বিগত বছরগুলোতে করোনার জেরে দোলযাত্রার উৎসবে মেতে ওঠার সময় একটু সমস্যা হয়েছে। এবারে করোনার সেই প্রাদুর্ভাব নেই। আশা করি, দোলযাত্রার প্রেমের বন্ধনে আনন্দ করবেন। প্রেমের বন্ধনে কৃত্রিমতায় না মেতে ওঠে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগরিত করাই হোক মূল লক্ষ্য। অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার মাধ্যমেই প্রেম জাগরনের কথাই বলে গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

শিলিগুড়িতে ইসকন মন্দিরে আমাদের দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে অনেক অনুষ্ঠান হবে। দোলযাত্রার আগের দিন ৬ই মার্চ হবে অধিবাস। তারপর ৭ই মার্চ সুন্দরভাবে সব সাজিয়ে নানা অনুষ্ঠান হবে। মঙ্গলারতি হবে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা সম্পর্কে আলোচনা হবে। তার সঙ্গে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ওপর নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে। তার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অভিষেক, কীর্ত্তন এবং প্রসাদ বিতরন হবে। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস রয়েছে। কেননা মহাপ্রভু এসেছেন সন্ধ্যার সময়। আর ওই সময় গ্রহন ছিলো। গ্রহনের সময় সবাই গঙ্গাতে স্নান করতে গিয়েছেন। কেননা সাধারণত গ্রহন হলে অশুভ ধরেন অনেকে। তখন শঙ্খ বাজিয়ে পবিত্র নদীতে স্নান করে এবং হরিবোল ধ্বনির মাধ্যমে পবিত্র পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। মহাপ্রভু এসেছিলেন সব অশুভকে শুভতে পরিণত করতে। কলি যুগের যে কলহ এবং অন্য অশুভ প্রভাব রয়েছে তা কাটিয়ে শুভ ভাব তৈরি করতে এসেছিলেন মহাপ্রভু। দোলের এই সময় সবাই সেই ভাবে মেতে উঠুক এটাই প্রার্থনা।

রঙের এই সময় আবীর মাখানো নিয়ে প্রচার আছে যে এই আবীর থেকে কোনো রোগব্যাধি দূর হতে পারে। পরস্পর ভালোবাসার জন্য রং খেলা হলেও, শুনেছি বসন্ত কালে যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তার থেকে মুক্ত হতে ভেষজ আবির ব্যবহার করা হয়। ভেষজ আবীর অনেক প্রভাব ফেলতে পারে শরীরে। কিন্তু কেমিক্যাল রং কিন্ত ক্ষতিকর প্রভাবই ফেলে শরীরে।

সকলকে দোল দিবসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মোবাইল ঃ ৯৮৩২০৪০২৮৮
৯৪৭৫৭৬০৮৫০

সুজিত ঘোষ (বাপি)
(যুগ্ম সম্পাদক)
শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া
ব্যবসায়ী সমিতি

মেসার্স ঘোষ কন্সট্রাকশন

বিল্ডিং তৈরির সমগ্র উপকরন আমরা সরবরাহ করি

হায়দরপাড়া বি বি ডি সরণী
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৬

আজি ফাগুন লেগেছে

তন্ময় ঘোষ

(শিবরাম পল্লী, রবীন্দ্র সরনি, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০৬)

পৃথিবীর বুকে আঁকবো আজি
পলাশ রাঙা আলপনা,
সপ্ত রঙের ঢেউয়ের তালে
রঙিন সুতোর জালবোনা।
আজি খেলবো হোলি আনন্দেতে
সব ভেদাভেদ ভুলে,
খেলবো সবাই নানান রঙে,
ছুড়বো যে রঙ লাল গুলালে।।
লাগল ফাগুন
পলাশ বনে,
লাগল যে দোল
রঙ ফাগুনে।।
লাল, সাদা আর হলুদ রঙে
সাজিয়ে ডালি নীল গগনে,
খেলব হোলি সকাল হতে,
মেঘ দেবে রঙ সুপ্রভাতে।।
ভুবন ভরা রঙের মেলায়
আজ নানান ফুলের রঙ,
নাচে-গানে সুর মেলাবে
শান্তিনিকেতন।।
আয়না তোরা নাচের তালে
সাধবো গলা নতুন গানে।
খেলব সবাই রঙ ছড়িয়ে,
আজ নাচবে কানাই বৃন্দাবনে।।

With Best Compliments From :

CHANDRA DAS

Incredible India

HELP TOURISM

ESTD. 1991

AamarKutir

Cell & Whatsapp : +91 9474689132

Address : 22-ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD
COLLEGE PARA, SILIGURI-734001

Landmark : OPPOSITE SACHIN SOURAV APARTMENT
NEAR SILIGURI GIRLS HIGH SCHOOL

Mobile : 9474689132 & 7679517078
Email : amarkutir.siliguri@gmai.com
Website :

BED & BREAKFAST WITH DAS ROYAL TEA & SNACKS

Approved By :
MINISTRY OF TOURISM, GOVERNMENT OF INDIA

বসন্ত সঙ্গীত

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

পুষ্প তার সৌরভের জন্য প্রাণ পেয়েছে,
অতি যা সত্য তাকে গ্রহন করে কালজয়ী হয়েছে।
আমি পেয়েছি তার অনুপ্রেরণা
আর ভালোবাসার গান।
ভালোবাসার গান মরমী গান
আমার প্রেমিকার গান
বৃন্তথেকে খসে পড়া নক্ষত্রের গান
চিকন বেনুনির গান
গান শুধু গান
বসন্ত বিজয়ের গান।
ওগো আমার পুষ্পের সৌরভ
প্রেমিকার অঙ্গন লাজুক বসন
ওগো আমার সুন্দরী
আমার গৌরবের কাঞ্চন বসন্ত পবন
আমার ভালোবাসার গান
গান শুধু গান
বসন্ত মঞ্জরির গান।
ওগো আমার চঞ্চল প্রাণ
আমার প্রেরণার তৃষিত ত্রাণ
ওগো আমার মাধুরী, আমার সহচরী
আমার হৃদয়ের গান
সবুজ বনানীর গান।
গান শুধু গান
বসন্ত গৌরবের গান।

সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক

হায়দরপাড়া শিলিগুড়ি

সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

শ্রী শ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত ঃ

শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ

স্থাপিত -১৯৫৫
দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি
(ইন্ডোর স্টেডিয়ামের নিকট)
গৌরাব্দ-৫৩৬, বঙ্গাব্দ -১৪২৯,খ্রিষ্টাব্দ -২০২৩

যথাবিহিত সন্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ --
প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাভিষিক্ত শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রী মদ্ভক্তি নিলয় সজ্জন গোস্বামী মহারাজের প্রবর্তিত ধারায় বিগত ৬৭ বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের মঠাধ্যক্ষ ত্রিদন্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজের পরিচালনায় ও মঠের সেবকবৃন্দের সেবোৎসাহে শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী ও শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণের বসন্তোৎসব দোলযাত্রা বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ কীর্ত্তন মুখে মহা মহোৎসব আগামী ৬ই মার্চ সোমবার হইতে ৮ই মার্চ বুধবার পর্যন্ত উল্লিখিত সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে।
২১শে ফাল্গুন সোমবার মধ্যাহ্ন ৩টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত শ্রী শ্রী রাধা-গৌর-গোবিন্দ সুন্দর সুরম্য রথারোহনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শিলিগুড়ি শহরে অবস্থিত গৌড়ীয় মঠ সমূহ এবং ইস্কন মন্দির সহ শহরের প্রধান প্রধান পথে পরিভ্রমন করিবেন। সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী মন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসবের অধিবাস ও শ্রী শ্রী মদ্ভাগবত কথা কীর্ত্তন হইবে।
২২শে ফাল্গুন ৭ই মার্চ মঙ্গলবার শ্রী শ্রী গৌরাবির্ভাব তথা গৌর জয়ন্তী পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব দোলযাত্রা। প্রাতঃ হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পারায়ণ। অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৭-৩০ পর্যন্ত ধর্ম্মসভা, বিভিন্ন বক্তাগণ কলিযুগাবতার ও যুগ ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিবেন।
৫৩৭ শ্রীগৌরাব্দ, ১লা বিষ্ণু ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ বুধবার শ্রী শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব। পূর্বাহ্ন ৯টা হইতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পদাবলী কীর্ত্তন-ভোগরাগ-আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হইবে।এতদুপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী সর্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।
অতএব মহাত্মন, উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের কায়-মন-বাক্য ও অর্থ দ্বারা সর্বতোভাবে সহানুভূতি ও সবান্ধব যোগদান প্রার্থনীয়। হরে কৃষ্ণ।
নিবেদনমিতি

শ্রীশ্রী নরোত্তম গৌড়ীয়া মঠের মঠাধ্যক্ষ

ত্রিদন্ডিস্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজ এবং মঠস্থ সেবক বৃন্দ।

শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ জগন্নাথ এবং সীতারামের মন্দিরের কাজ চলছে। আপনারা সকলে নির্মানের সামগ্রী ও অর্থাদি মুক্ত হস্তেপ্রদান করিতে বিশেষ প্রার্থনা করি।
কোন বিষয়ে জানিতে বা সেবানুকূল্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে মঠের ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য--
মোবাইল -- ৯৪৩৪১৯৫০২৫/৭৬৭৯৯৪৪১০২৩/৭৯০৮৯-৪৬১২৮

আবির রং -এ মাখামাখি

মুকুল দাস

(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, বয়স ৯৭, শিলিগুড়ি)

এসেছে দোল রাধা শ্যাম রায় দোলে দোলাতে,
সখীগন দোলে আনন্দেতে।
শ্রীরাধার সনে আবির খেলিতে
শ্যাম এসেছেন পিচকারী হাতে ধরাধামেতে।
ওগো ত্রিভঙ্গ মুরারী নাচে তরঙ্গে, সখিগণ সঙ্গে
সকলেই সাজো রাধ্যশ্যাম রায়
মাতো রং খেলায়।
মনুষ্যসকল মেতেছে রং খেলায়
আবিরে ছড়াছড়ি বসনে ভূষণে।
সর্ব অঙ্গে রং মাখামাখি--- আনন্দেতে মাতি
বসন্ত উৎসবে--
সকলেই মেতেছে আবির খেলাতে।
বসন্ত আসে ফুলের ডালা হাতে নিয়ে
কত যে আনন্দ মনই তা জানে।

বসন্ত উৎসব

গোপা দাস

(গৃহবধূ ও সঙ্গীত শিল্পী, হায়দরপাড়া, শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

পলাশরাঙ্গা আবীররাঙ্গা, রাঙ্গা সিঁদুর রং
তার চেয়ে আরো রাঙ্গা গ্রামের বৌয়ের মন।
পলাশ রং-এ রাঙ্গি সবাই এতো-কালে ভুলেছিনু তাই
সখী! এ খেলা কেমনে খেলি সময় যে আর নাই।
গোধূলিবেলায় ওরে আমি ঘরে ফিরে যাই।
তুই সখী ফিরে আসিস ভোরের ঠিকানায়
আমি তোরে করবো বরণ বসন্ত ধারায়।
আজ যেন মন নেই সবেতে কৃষ্ণ-শূন্য
আমি রাধা তার সনে হবো কাল ধন্য।

সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি

সকলকে দোল যাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Mobile : 9434151873

Pradip Ghosh (Manta)
প্রদীপ ঘোষ (মন্টা)

হায়দরপাড়া শিলিগুড়ি

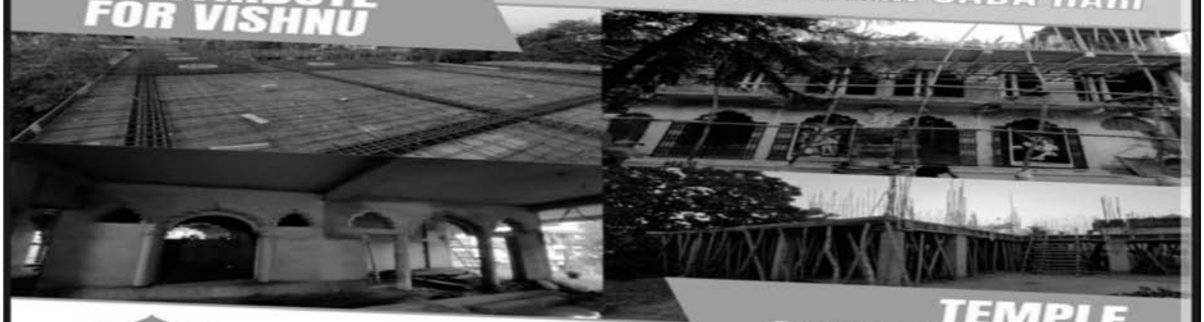

HARE KRISHNA

SSNGM

SRI SRI GURU GAURANGA JAYATAH

SRI SRI NAROTTAM GAUDIYA MATH

Mandir Nirman

Temple under construction contribute amount to complete the Temple faster and successfully

For Donation Contact Us :

+919434195025 / +917908946128

srisrinarottamgaudiyamath@gmail.com

Deshbandhu Para, Near SMC Indore Stadium

www.bit.ly/srisrinarottamgaudiyamath

SRI SRI GURU GAURANGA JAYATAH

SRI SRI NAROTTAM GAUDIYA MATH

SSNGM

Est. 1955 | Founder Acharya : H.D.G. Swami Bhakti Niloy Sajjan Goswami Maharaj
President Acharya : H.H. Swami Bhakti Niloy Janardan Goswami Maharaj

HARE KRISHNA WITH GREAT PLEASURE WE HEARTILY INVITE YOU WITH YOUR FAMILY AND FRIENDS TO THE MOST AUSPICIOUS OCCASION OF

SRI SRI RADHA GOVINDA DOL YATRA AND GOUR JAYANTI UTSAV

- **06 March 2023**
  - Parikrama 03:00 PM - 5:00 PM
- **07 March 2023**
  - Fasting for Gour Jayanti (Chaitanya Mahaprabhu Appearance Day)
  - Sri Sri Radha Govinda Dol Yatra and Vasanta-Utsav
  - Diksha Yajna-Utsav
- **08 March 2023**
  - Paran 09:52 AM
  - 537 Gaurabda Anandautsav of Sri Jagannath Mishra
  - Padavali Kirtan 09:00 AM to 12:00 PM
  - Bhog Arti 12:00 PM
  - Prasadam Distribution 02:00 PM to 06:00 PM

+919434195025 / +917908946128

দোল পূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ত্রিদন্ডিস্বামী শ্রীভক্তি নিলয় জনার্দন মহারাজ

(মঠাধ্যক্ষ, শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোল পূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দোল পূর্ণিমার একটি বিশেষ উল্লেখ করার দিন হলো সেদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে যা বলতে চাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরনাপন্ন হয়ে তাঁর নির্দেশিত কথা পালন করে চলতে পারলেই আমরা উদ্ধার পাবো। সমস্ত শাস্ত্রেই বলা আছে, শ্রীকৃষ্ণই হলেন পরমেশ্বর। ভগবানকে তিনভাবে জানা যায়। এক তিনি ব্রহ্ম স্বরুপ, তাঁকে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়। তারপর হলো পরমাত্মা, পরমাত্মাকে জানতে হলে যোগসাধনার দ্বারা জানা যায়। কিন্তু ভগবানতো সচ্চিদানন্দ স্বরুপ।সেই সচ্চিদানন্দ স্বরুপকে জানতে হলে একমাত্র উপায় ভক্তি। সেটাই হলো কৃষ্ণ প্রেম। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই এই প্রেমের কথাই বলেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে জীবের যে অপ্রাকৃত সম্পর্ক সেটিই হলো প্রেম। জীবের যে ভালোবাসা কামনা ও বাসনা নিয়ে সেটাকে প্রেম বলা হয় না। ভগবান যেদিন আবির্ভূত হলেন, অবতীর্ণ হয়েছেন তার সঙ্গে যে শব্দটি থাকে সেটি জয়ন্তী শব্দ। কিন্তু জয়ন্তী শব্দ যার তাঁর জন্মের সঙ্গে যুক্ত করে দিই। এতে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগত কিছু তারতম্য রয়েছে। যাই হোক সেটা অন্য কথা। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাই হলো ভক্তিযোগ। ভক্তিই হলো ভগবানকে পাওয়ার সরল ও সহজতম পথ। আর জ্ঞান বা যোগের দ্বারা এ যুগের মানুষ তাঁকে সহজে জানতে পারবে না। সেই জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দোল পূর্ণিমাতে অবতীর্ণ হয়ে সকলকে বললেন, তোমরা কৃষ্ণ নাম করো, তোমাদেরকে ভবসাগরকে পার করে ভগবৎধামে নিয়ে যাবো। এই ভবসাগর পার হওয়াটা কি, ভবসাগর পার হওয়াটা সম্পর্কে মহাপ্রভু বলছেন, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি। মৃত্যুটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সবথেকে বড় রোগ বা বড় ভয় হলো মৃত্যু। শরীর সম্পর্কে আমরা নানারকম বিশ্লেষণ করি। কিন্তু শরীরের ওপারে, পরপারে কি আছে, আত্মা সম্পর্কে আলোচনা, একমাত্র ভগবৎ ভক্তরা --ভগবান যুগে যুগে আসছেন, সেই প্রেক্ষাপটেই আমরা জানতে পারি। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা আমরা আমাদের আত্মাকে জানতে পারবো না। যেমন পৃথিবীর সবথেকে সূক্ষতম কণা হলো অনু-পরমানু। তারমধ্যে যে ইলেকট্রন ঘুরছে তাকে কিন্তু কেউ আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু তার উপস্থিতি বুঝতে পারছি। সেইরকম শরীর আছে, শরীরকে আমরা দেখতে পারছি, শরীরের মধ্যে যে আত্মা , তাকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি থাকাতে আমরা চলছি, হাঁটছি--ফিরছি সবকিছু সুন্দর হচ্ছে।

দোল পূর্ণিমাতে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো ভাগবতীয় কথা পরিবেশন। তার সঙ্গে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন, নগর সঙ্কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা হবে। যেমন ৬ই মার্চ আমাদের শোভাযাত্রা হবে শিলিগুড়ি প্রধান প্রধান রাস্তায়। শোভাযাত্রায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হবে।বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। সাত তারিখে সারাদিন চৈতন্য চরিতামৃত সম্পর্কে পাঠ হবে। তারপর বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ধর্মসভা রয়েছে। পরদিন ৮ই মার্চ পদাবলী কীর্ত্তন এবং সর্বসাধারণকে ভাগবত প্রসাদ বিতরন করা হবে। দোল পূর্ণিমা অনুষ্ঠান আমাদের এবারে ৬৮ তম। উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বপ্রথম গৌড়ীয় মঠ হলো শ্রী শ্রী নরোত্তম গৌড়ীয় মঠ। সকলকে আমরা আহ্বান করছি। বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীরা সেখানে অনেক ভাগবত আলোচনা করবেন। সবাই আপনারা শুনবেন। তাতে আমাদের ভগবতধামে যাওয়ার রাস্তা আরও সহজ হবে। হরে কৃষ্ণ।

আবীর খেলার উদ্দেশ্য হলো ভগবৎ কৃপা, চিত্ত শুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি।

ভক্তিবেদান্ত মাধব মহারাজ
(মঠাধ্যক্ষ,গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্রের শাখা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোল পূর্ণিমার শুভেচ্ছা । গুরু গৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীমান মহাপ্রভুর ৫৩৭ তম দোলযাত্রা আমরা এবারেও মহা সাড়ম্বরে পালন করবো। হরি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় বিশেষ করে শ্রীমান মহাপ্রভুর কৃপায় ভগবান রাধাবিনোদবিহারীর কৃপায় করোনার মহামারীর সেই অবস্থায় এখন আর নেই। এখন আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। অতএব আমরা এই দোলযাত্রা বিশেষভাবে আনন্দের সঙ্গে সারা বিশ্বে পালন করবো।

দোলযাত্রার বিশেষ মাহাত্ম্য হলো, যখন আজ থেকে ৫৩৭ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ভগবানের নামগান করতো না, যখন সাধুদের ওপর অত্যাচার হোত, যখন পাষন্ডরা সাধুদের নিন্দা করতো , যখন ধর্মের নামে অধর্মের গ্লানি দেখা দিলো তখন গঙ্গাজলে তুলসী পত্রের

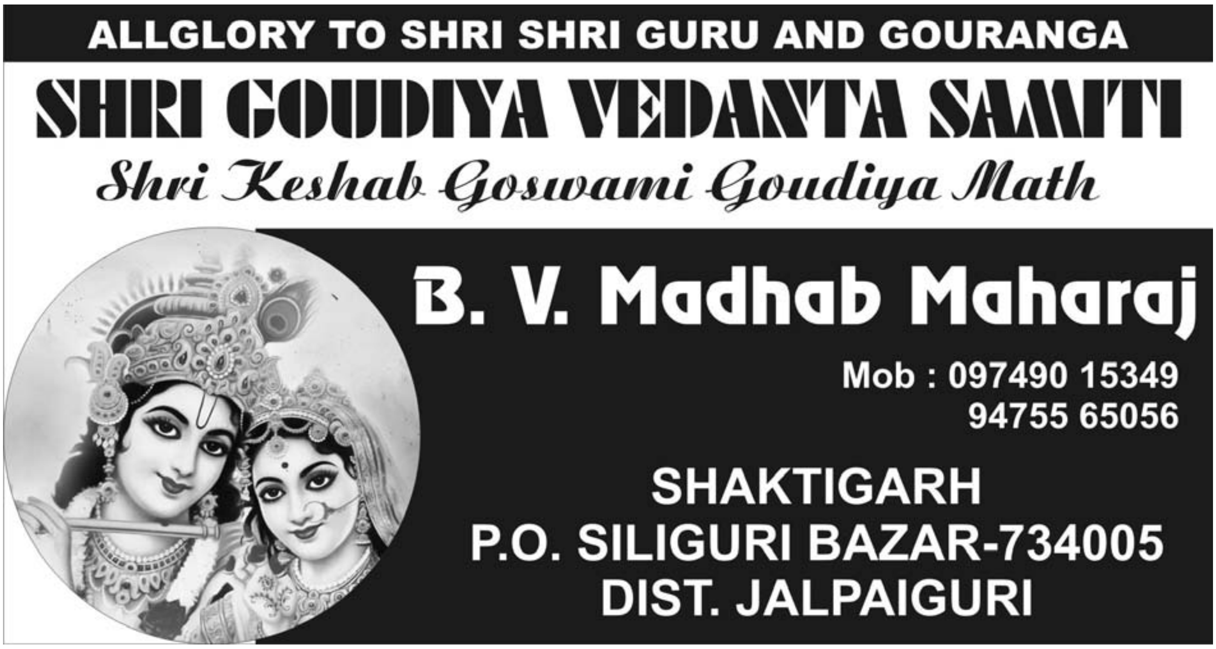

মাধ্যমে অদ্বৈত প্রভু আহ্বান করে মহাপ্রভুকে নিয়ে এসেছিলেন। যেদিন দোল পূর্ণিমা সেদিন মহাপ্রভু শচিমাত্রার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হন। জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হলেন। সেদিন ছিলো চন্দ্রগ্রহণ। আর তাঁর আবির্ভাবের সময় পাষন্ডীগন, যারা কোনোদিন হরিনাম করেননি, তাঁরাও হরিবোল করতে লাগলেন। মায়েরা শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন, চারদিকে উলুধ্বনি হতে লাগলো। গঙ্গার ধারে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটলো। সেদিন মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে এই জগৎ এর বদ্ধ জীবকে তিনি বার্তা দিলেন,'' ওহে, বদ্ধ জীব তোমরা সব হরিনাম করো। হরিনাম করলে তোমরা সুখে শান্তিতে থাকবে। তোমাদের কল্যান হবে। তোমরা ভগবানকে কথা দিয়ে এসেছো মাতৃ গর্ভে যে তোমরা জগৎ এ এসে হরিনাম করবে। মাতৃ গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে তোমরা সব কিছু ভুলে গিয়েছো। মায়ার দ্বারা আচ্ছাদন হয়ে আছো। এই যে তোমরা সাধু সঙ্গ করো, হরিনাম করো। কলি কালে তোমরা ধ্যান, তপস্যা করতে পারবে না, অর্চন পূজা করতে পারবে না অতএব তোমরা সাধুসঙ্গে সৎ গুরুর আশ্রয়ে হরিনাম করো। আর বৈষ্ণব সেবা দাও। তাতে তোমাদের কল্যান হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে ভক্তির ধারা বইতে থাকবে। আর জগৎ এর লোক আনন্দে সুখে হরিনাম করে এই জীবনকে অতিবাহিত করতে পারবে।" এই বার্তাই দোলযাত্রায় আবির্ভূত হয়ে দিয়ে গিয়েছেন মহাপ্রভু।

আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুযায়ী এই জড় জগতের লোকের আবীর খেলার নিয়ম রয়েছে। আবীর হচ্ছে ভগবানের চরনে এবং গুরুজন বা বয়স্কদের চরনে অর্পন করা। তাদের কাছে কৃপা প্রার্থনা করা উচিত। তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়-- আমার দেহের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহং অবস্থান করছে সেসব যেন নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের সব রিপুগুলো যেন বিনষ্ট হয়। আমার যেন কৃষ্ণ ভক্তি হয়, আমার মন যেন পবিত্র হয়। কিন্তু জগৎ এর লোক উল্টোপাল্টাভাবে আবীর খেলছে। তারা আনন্দস্ফূর্তি করছে আবীর খেলার মাধ্যমে। তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। আবীর খেলার উদ্দেশ্য হলো ভগবৎ কৃপা। চিত্ত শুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি।

আমাদের শক্তিগড় গৌড়ীয় মঠে দোল পূর্ণিমাতে ভোর চারটে ত্রিশ মিনিটে মঙ্গলারতি হবে। সাড়ম্বরে মঙ্গলারতি হবে। সেই সময় ভগবান ও গুরুবর্গদের মাল্য চন্দন পড়ানো হবে। তারপর ক্ষীর, লাড্ডু সমস্ত কিছু দিয়ে ভোগ দেওয়া হবে যদিও সেদিন আমাদের উপবাস। কিন্তু ভগবানকে আমরা বিশেষ ভাবে ভোগ দেবো, ক্ষীর ভোগ,বাল্য ভোগ, রাবড়ি, মিশ্রি, মাখন দিয়ে ভোগ হবে। গোবিন্দকে জাগরনের পর আরতি হবে। সকালে মন্দির মার্জন করার আগের দিনও অনুষ্ঠান হবে। সকাল থেকে কীর্ত্তন হবে। সন্ধ্যায় অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত কীর্ত্তন চলবে। মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি হবে। মন্দিরকে সুসজ্জিত করে সাজানো হবে। আলোকসজ্জা হবে। ফুল দিয়েও মন্দির সাজানো হবে। পাঠকীর্ত্তন চলবে, মহাপ্রভুর ওপর আলোচনা হবে। প্রচুর ভক্ত আসেন সেখানে। অভিষেকের পর ভক্তদের দর্শন করা হবে। সন্ধ্যায় ভোগারতির পর মন্দির পরিক্রমা, তুলসী পরিক্রমা হবে। তারপর সকল ভক্তকে প্রসাদ বিতরন করা হবে। সকলের মঙ্গল আমরা কামনা করি। হরেকৃষ্ণ, দিকে দিকে জয়ধ্বনি দিন জয় মহাপ্রভুর জয়।

রংয়ের উৎসব হোলি

সুজিত ঘোষ (বাপি)

সকলকে বসন্ত উৎসবের শুভেচ্ছা। বসন্ত উৎসব আমাদের মধ্যে অন্যরকম বার্তা বহন করে আনে। আমাদের দেশে এই উৎসব আলাদা ঐতিহ্য বহন করে। হোলি মানে হলো হোলিকার পতন। মানে অশুভ শক্তির দমন। শুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটানো। হোলি উৎসবের মাধ্যমেই সেই বার্তা দেওয়া হয়। আরও বিশেষ কথা হলো, আমাদের দেশে বহু রং। বহু জাতি বহু ধর্মের বসবাস হলেও আমরা সবাই ভারতবাসী। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। মানুষে মানুষে সম্প্রীতিই হলো বড় কথা।

সবাই রং খেলুন। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা।

ঋতুরাজ

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

ঋতুরাজ! কবে এলে?

ঋতুরাজ--চলো আমার সাথে। যেতে যেতে বলব।

--বলবে তো!

ঋতুরাজ-আহা! এত দ্বিধাকেন? তোমার লেখা পত্র পেয়েইতো আসি।

--ঋতুরাজ! আমাকে এতদিন পরেও চিনে নিতে অসুবিধা হল না? আমি যে এখন ঝরা পাতারই দলে গো!

ঋতুরাজ--যতই উদাসী হও না কেন আজ তোমাকে ফোটা ফুলের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব।

--তাই? সবাই যায় বুঝি ওই মেলা দেখতে!

ঋতুরাজ--যায় তো! হৃদয়, মন পাগল করা সে মেলা। সেখানে পলাশ-জবার প্রেমের আগুন দেখবে। ওই যে দেখ বনের গলিপথগুলো! রঙিন ফুলের আলপনায় কেমন ভরে গিয়েছে। ও--পলাশ, ও--পলাশ

---পলাশকে অমন করে ডাকছ কেন বলতো?

ঋতুরাজ--আমার মনেও ওই পলাশের রঙ লেগেছে যে! পলাশের প্রেমের তুলনা হয় না।দূর থেকেই দেখতে পাবে নীল আকাশের গায়ে পলাশ ওই বন জুড়ে কেমন প্রেমের আগুন জ্বালিয়েছে। যে দেখেসেই তো ওর প্রেমে পড়ে। এদিকে দেখ মাঠ জুড়ে হলুদ সরষে গাছেরা পাগল হওয়ার সাথে কেমন দুলছে। চারিদিকে কত ফুলের মেলা দেখেছ! ফুরফুরে দখিনা বাতাস বইছে।বাতাসের তালে তালে ঝরা পাতার নুপুর এর ধ্বনি। আহা! কি সুর তুলেছে আমার হৃদয় বীণা!

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা থৈথৈ
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।

--বাঃ ঋতুরাজ! আজও তুমি কেমন আনন্দ ছন্দের হিন্দোল তোল।

ঋতুরাজ--ওহে ভুবনমোহিনী! তোমারই মাধুরী ছড়িয়ে পড়েছে নগরে, গ্রামে, বনে বনে। তাইতো কুহু তানে, মৌমাছিদের গুঞ্জনে কিশলয়েরা কেমন মাথা নাড়াচ্ছে বাতাসের তালে তালে। দেখ, কচি সবুজ আলোয় ঝিলমিল করছে ওরা। আমাকেও দেখ, তোমার তাপসিনীরুপের কাছেআমি শ্যামশিখা হোমানল। মৌমাছি প্রজাপতিদের ডাক শুনলাম'' বসন্ত এসে গেছে'' আমও ঝোলা কাঁধে চলে এসেছি কৃষ্ণচূড়া,দোপাটি আর পলাশদের কাছে।

ঋতুরাজ!তোমার এই রঙবেরঙের ঝোলাটা ভারি সুন্দর।

--ঋতুরাজ--হাঁ ঠিক। হবে নাই বা কেন বলো? পৃথিবীর রঙের যাদুতে ভরেছি এই ঝোলা। এই ঝোলা থেকেই তো রঙ নিয়ে ভরে দিই সবার মুখে, গায়ে, মনে। এই ভাবেইতো বসন্তকে সাজাই। বসন্তকে সাজাতে সাজাতে রঙের ঝরনা ঝরাতে ঝরাতে আমিও আত্মহারা হয়ে যাই কস্তুরী মৃগের মত। নিজের গন্ধে নিজেই ভুলি। তারপর, তারপর--

--ঋতুরাজ!ঋতুরাজ! তোমার বিদায় বেলায় ডাকব না আর ফিরে। তুমি যখন চলে যাও সব আয়োজন হয় উধাও। বিদায়-ব্যথা বুকে নিয়ে কাঁদন-ভরা হাসি হেসে বুলি তুমি যা চাও তাই যেন পাও।

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা

নির্মল কুমার পাল

(হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বন। দোলযাত্রা তেমনই একটি উৎসব। শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবতো আলাদা ভাবে পালিত হয়। বসন্ত হলো ঋতুরাজ। কিন্তু এখন যেটা দুঃখের তা হলো, আবহাওয়ার ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে। কখন শীত আসছে, কখন গরম পড়ছে, কখন বসন্ত আসছে তা বুঝতে পারছি না। আসলে গাছ কেটে ফেলাতে এই বিপত্তি। বিশ্ব উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে। তাই আমাদের এনিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। আমাদের প্রতিটি উৎসবের তাৎপর্য রয়েছে। এমনি এমনিই এইসব উৎসব শুরু হয়নি। উৎসবগুলোর নেপথ্যে কারণ রয়েছে। দোলের পর আসে বৈশাখে নববর্ষ। কিন্তু দোলে কিন্তু আমরা মানুষে মানুষে মেল বন্ধনের একটি বার্তাও পাই। দোলের উৎসব আমাদের বার্তা দেয়, অশুভের দমন, শুভ শক্তির জয়। তবে আমরা সেই উৎসবের তাৎপর্য কেউ বুঝতে চাই না। দোলে কিছু তরুন মদ্যপানে মেতে ওঠে। জোরে বাইক চালায়। তা থেকে দুর্ঘটনা ঘটে। এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। সব কিছু ভালো হোক। দোল উৎসব শান্তিতে পার হোক এটাই চাই। সবাই ভালো থাকুক।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক)

প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বসন্ত বা রংয়ের ঐশ্বরিক আনন্দ

কৌস্তভ বিশ্বাস

সকলকে দোলযাত্রার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি শিলিগুড়ি এস এফ রোডের আনন্দমঙ্গল স্কোয়ার থেকে বলছি। আমার বাড়ির চারতলার ছাদে রয়েছে বাগান।বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে আমার এখানে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ রকমের সিজন ফ্লাওয়ার থাকে, গোলাপ আছে, চন্দ্রমল্লিকা রয়েছে, পদ্ম আছে, সব্জি রয়েছে, ফল আছে। হেন কোনো কিছু বাদ নেই। আমি বেসরকারি সংস্থায় একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম। তারপর সেটা ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করি , যাতে নিজের ব্যবসাও হয় এবং তার সঙ্গে কিছু বেকারের কর্মসংস্থানও হয়। ব্যবসা শুরু করার পর একটু সময় পাই আর সেই সময়েই নিজের শখের পিছনেও সময় দিতে পারি। এই বাগান থেকে রোজগার করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমরা যারা শিলিগুড়ির পুরনো বাসিন্দা, দেখেছি ছোটবেলায় আশপাশে সব বাড়িতে কিছু গাছ ছিলো। কিছু না থাকলেও গন্ধরাজ , জুঁই, টগর, বেলি ফুল বা আম জামকাঁঠাল গাছ ছিলো। নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে সেসব হারিয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে শিলিগুড়ি শহরটা কংক্রীটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। নগরায়ন দরকার আছে। কিন্তু গাছপালা ছাড়াতো চলবে না। গাছপালার জন্যই আমাদের সব কিছু। তাই যেটুকু জায়গা আছে ছাদের মধ্যে সেই স্থানে একটা গাছপালার মাধ্যমে একটা বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে। নিজের মতো করে একটা সবুজ পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। প্রচুর পাখি , কাঠবিড়ালী আসে এখানে। ভোরবেলাতে এই ছাদ বাগানে টুনটুনি, চড়ুই, টিয়া সহ আরও অনেক পাখি আসে। পাখিরা যেখানে সবুজ পরিবেশ পায় সেই পরিবেশ ওরা ভালোবাসে। ওরা সেখানে আসে।

ইয়েলো পাম গাছ থেকে শ্যাম্পেন পাম, কিছু পেরিনিয়াল আছে। বোগানভেলিয়া ফুটে আছে। এই সময় বোগানভেলিয়ার রুপ সুন্দর লাগে। সামনেই বসন্ত উৎসব। রং খেলা আছে। প্রকৃতির মতো রং আর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃতির রংয়ের বাহারের মধ্যে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন তার অনুভূতিই আলাদা। ছোট ছোট টবে পদ্ম গাছ করি। কমলালেবু গাছও আছে। প্রত্যেক বছর কমপক্ষে পঞ্চাশটি কমলালেবুতো হয় টবে। এটা এবারে পুষ্প প্রদর্শনীতে পুরস্কারও পেয়েছে। চালতা গাছ রয়েছে টবের মধ্যে। ছোট টবে সাধারণতা চালতা হয় না। কিন্তু এখানে হচ্ছে। বাতাবী লেবু রয়েছে। আম গাছ রয়েছে টবে। আমের মুকুল চলে এসেছে। প্রতিদিন আম গাছকে স্নান করাচ্ছি। তার সঙ্গে এক ধরনের খাবার মিরাকুলান দিচ্ছি আম গাছটিকে। ছোট গাছে চল্লিশটিরও বেশি আম হয়। কামরাঙা গাছ রয়েছে। ডালিম গাছ, কারিপাতা গাছ রয়েছে। সিজন ফ্লাওয়ারও আছে অনেক। প্রখর রোদে রাখা যাবে না সিজন ফ্লাওয়ার। মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অনেক রং তৈরি করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের মতো সবচেয়ে বড় আর্টিস্টতো কেউ নেই। বিশেষ প্রজাতির ফিলোডেনড্রেন নামে একটি গাছ রয়েছে আমার এখানে সেখানে গাছের পাতারই বিভিন্ন রং। বড় বড় শিল্পীরাও সেইরকম গাছের পাতার মধ্যে নানা রং তৈরি করতে পারবে না। বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন শেপ অদ্ভুতরকম। ফুলের মধ্যে এমন সব রং আছে প্রকৃতি আপন খেয়ালে তা তৈরি করে। বিজ্ঞানের একটা সীমিত দেওয়াল রয়েছে ঈশ্বরের সৃষ্টির সীমা নেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি নির্ভেজাল সৃষ্টি। হলুদ, লাল, গোলাপি সহ আরও নানা রকমের রং এর সিজন ফ্লাওয়ার রয়েছে। কিং এন্থোরিয়াম রয়েছে। বেলস অফ আয়ারল্যান্ড নামে ফুলগাছ রয়েছে। চার্চের যে ঘন্টা তার মতো দেখতে ফুলগুলো। কিছু ক্যাকটাস রয়েছে। কিং এন্থোরিয়াম, শিবমন্দিরের শান্তনুদা আমাকে দিয়েছেন এই গাছটি। পাতার সাইজটা অন্যরকম, অদ্ভূত সুন্দর একটি গাছ। আমরা যারা গাছ করি, তারা কিছুজন কাছাকাছি থাকি। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, নতুন নতুন গাছ নিয়ে নিজেরা আলোচনা করি। আমি চাই সবাই এরকম বিষয়ে আলোচনা করুক। তবে একটা নতুন পরিবেশ তৈরি হবে। একটা অনুশীলন থাকলে ভালো।মোবাইলের নেশায় পড়ে না থাকে এটা করা যায়। একটু সময় বাঁচিয়ে গাছের মধ্যে সময় দিলে বেশ ভালো। এতে আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের লাভ।

সময়টা নিজেকে ম্যানেজ করতে হবে। আমি যেমন ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে উঠে পড়ি। আমার একই মেয়ে রয়েছে। উঠেই ছাদে চলে আসি। আমার স্ত্রীও আমাকে সমর্থন করে। বাবামা সকলে সমর্থন করি। ফলে এর পিছনে ভালো করে সময় দিতে পারি। অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সকালে গাছ নিয়ে পড়ে থাকি। দুপুরে বাড়ি ফিরেও গাছের পিছনে সময় দিই। আবার রাতেও সময় দিই। দিনে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা চলে যায় গাছের পিছনে । মাসে কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা খরচ হয় এই গাছের চর্চা করতে গিয়ে। আমার সবচেয়ে বড় রিটার্ন হলো আমাকে দেখে কিছু লোক এগিয়ে আসে এবং আসছেও। সেটাই বড় রিটার্ন। এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না। কিছু মানুষ আমাকে দেখে প্রকৃতি নিয়ে মেতে উঠছে এটা ভালো লাগে। ছাদে পদ্ম গাছগুলো রয়েছে, গ্রীষ্মের সময় বিভিন্ন পাখি এসে তৃষ্ণা নিবারন করছে। সকালে পাখি এসে মধু খাচ্ছে, বিভিন্ন ফল গাছে পাখি আসছে। ওরাতো আর কিনে খেতে পারবে না। এই যে প্রকৃতির প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া, প্রকৃতির প্রতি আমাদেরতো দেওয়ার ক্ষমতা নেই, একটু হলেও প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়া ---এটাই অসীম তৃপ্তির ব্যাপার। আমার সামান্য সুগার রয়েছে। অন্য কোনো ওষুখ নেই। সুগার হাই লেবেলে চলে যায়নি। সামান্য অসুধ খেতে হয়।মানসিক স্বাস্থ্যও এতে ভালো থাকে। সবুজের পিছনে থাকলে চোখের স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। অক্সিজেন যেটা পাওয়া যায় সেটাওতো ভালো ব্যাপার।

ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করার সময় অনেকের নেই। গাছের পিছনে পরিশ্রম করলেই কিন্তু একরকম এক্সারসাইজ হয়ে যায়। শরীর কিন্তু ভালো থাকে। আর প্রকৃতির কাছে থাকলে বেশ ভালো থাকে শরীর।

২৫/৩০ রকমের গোলাপ ফুল রয়েছে আমাদের এখানে। গোলাপ নিয়েও কেউ যদি কিছু শিখতে চায় আমি, পুলকস্যার গাইড করতে রাজি আছি। এবারের উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনীতে ৮৫ থেকে ১০০টি টব দিয়েছিলাম। এবারেও আমি রানার্স আপ হয়েছি। ৩৪টি পুরস্কার এসেছে।

পিটুনিয়া অক্লান্তভাবে ফুটেই চলেছে। সামনে দোল উৎসব। কিন্তু ফুলের বিভিন্ন রং, প্রকৃতির বৈচিত্র রংয়ের কথা বলে শেষ করা যাবে না। ঈশ্বরের অপূর্ব সৃষ্টি এই প্রকৃতি। দোল উৎসবে আমরা রাধাকৃষ্ণকে স্মরন করি। রাধাকৃষ্ণ বলতেই মনের মধ্যে একটা ভালোবাসা আসে। আপনি যখন একটি ফুলের সামনে এসে দাঁড়াবেন, তার রং উপভোগ করবেন, প্রকৃতিকে অনুভব করা, রাধাকৃষ্ণকে স্মরন করা তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নেই। অদ্ভূত একটি তৃপ্তি পাওয়া যায়। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হলো ফুল।

ইয়েলো টমেটো রয়েছে। আমেরিকান ইয়েলো টমেটো। দারুন সুস্বাদু খেতে। স্যালাডে ব্যবহার হয়। বেগুন আছে অনেক, রয়েছে ডালিয়া অনেক। ব্ল্যাট টমেটোর একরকম ভ্যারাইটি রয়েছে , নাম রেইনবো টমেটো। এই টমেটোর মধ্যে বেশ কিছু কালার রয়েছে। এরমধ্যে অ্যানথো সায়ানিন নামে এক ধরনের যৌগ রয়েছে যা ক্যান্সার নিরাময়ে সাহায্য করে। এটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, ভিটামিন রয়েছে। দুবছর ধরে আমি করছি এই রেইনবো টমেটো। কলকাতা থেকে এক বন্ধুর সাহায্যে সংগ্রহ করে এনেছি। এই গাছ করতে গেলে পড়াশোনা করলে ভালো। এখন নেট যুগ। নেটে অনেক তথ্য রয়েছে। গাছকে বাঁচানো এবং যত্ন নেওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। নিজের সন্তানকে যেভাবে যত্ন নেন সেভাবেই গাছ করতে পারেন। পোকামাকড়ের আক্রমন থেকে গাছকে রক্ষা করাও দরকার। কেউ কোনো পরামর্শ আমার কাছে চাইলে দিতে পারি।আমার ফোন নম্বর ৯৪৩৪৮ ৭৫২০৩। বিদেশি বাঁধা কপি চাষও শুরু করেছি। স্প্যানিশ বাঁধা কপি। প্রথমবার করছি। লাউগাছ রয়েছে ছাদে। বেল গাছ রয়েছে টবের মধ্যে। মালফা ফুল রয়েছে। তার টানে প্রচুর হামিং বার্ড আসে। থার্মোকলের বাক্সে করেছি পিঁয়াজ। এখন সব্জির যা দামে বাড়ির ছাদে কিন্তু করতে পারেন অনেকে। জৈব কৃষি করা যায় অনায়াসে। গাছপালা থাকলেই পাখি আসবে। সবুজের বিকল্প নেই। বেশিরভাগই আমি জৈব পদ্ধতিতে এই বাগান করছি। নিজের শখের জন্য সব করা। বনশাই তেঁতুল গাছও আমার ছাদ বাগানে রয়েছে। শিলিগুড়ি শহর কংক্রীটের জঙ্গল, গাছের জঙ্গল নেই।

সবাই সুস্থ ভাবে দোল খেলুন। ভালোভাবে থাকুন। কবিগুরুর সৃষ্টিগুলো দেখবেন, সেখানে প্রকৃতিই মুখ্য। প্রকৃতি ঋতু ঘুরে ফিরে এসেছে। সেই অনুভব যদি আমরা করত পারি। রংয়ের কথা যদি বলি আপনি যদি বাড়িতে বিভিন্ন রকমের ফুল ফল বা পেরিনিয়াল গাছ করেন তার যা আনন্দ পাবেন, কৃত্রিম রং কিন্তু সেই আনন্দ দিতে পারবে না। করোনার সময়ও আমরা বুঝেছি অক্সিজেন কতটা জরুরি।

অসহায় মানুষের সেবায় আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ

অভিজিৎ দাস
(আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ)

সকলকে দোলযাত্রার শুভেচ্ছা। আমি দোলযাত্রার এই প্রাক মুহূর্তে আমাদের আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের কিছু সেবামূলক কাজমেলে ধরতে চাই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ সারা বছর ধরে মানুষের সেবায় কাজ করে চলেছে। সম্প্রতি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে সিরিয়া, তুর্কীর মতো দেশ। সেই সব দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন অসহায়। সেইসব দেশে আনন্দমার্গের সেবকরা এখন পুরোদমে কাজ করে চলেছেন। সিরিয়াতে চল্লিশ জনের টিম কাজ করছে, তুর্কীতে কাজ করছে চল্লিশ জনের টিম। আবার যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেনেও চল্লিশ জনের টিম কাজ করছে। ওই সব এলাকায় বহু শিশু অসহায় অবস্থাতে রয়েছে। অনেক শিশুর বাবামা মারা গিয়েছে। অনেক মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদেরকে মানসিক কাউন্সেলিং করা হচ্ছে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের তরফে। বিভিন্ন থিওরির মাধ্যমে সেইসব কাউন্সেলিং চলছে যাতে সেইসব মানুষ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা কাটিয়ে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পারেন। শিশুদের মধ্যে আমাদের টিম খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছে। ভূমিকম্প, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ওই সব এলাকাতে এভাবে তিন বছর ধরে কাজ করে যাবে আমাদের রিলিফ টিম। রোহিঙ্গাদের এলাকাতেও কাজ চলছে, সবই ত্রান ও পুনর্বাসন। এভাবে গোটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের কাজ চলছে মানুষের সেবায়। যোগা বা মেডিটেশনের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ রাখাই বড় উদ্দেশ্য। এই কাজের জন্য আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। যোগার বিষয়টিও আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন সময় স্ট্রেসে আক্রান্ত হচ্ছেন। যোগা তাদের ভালো হতে সাহায্য করছে।

এ প্রসঙ্গে আরও বলি চলতি বছরের ৩,৪ ও ৫ মার্চ ভলান্টারি সোস্যাল সার্ভিসের এক প্রশিক্ষন শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলিগুড়ি ভারত নগরের আনন্দমার্গের আশ্রমে। সেখানে পাঁচটি কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেবে। তার সঙ্গে অনেক স্কুল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা যোগ দেবে। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সেখানে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। আজকের দিনে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন সামনে দুর্যোগ আসছে। আর সেই দুর্যোগে বহু মানুষ বা সভ্যতা বিপাকে পড়ছে। দুর্যোগের মধ্যে পড়ে মানুষের কষ্টের সীমা থাকে না। সেই সব পীড়িত মানুষকে কিভাবে উদ্ধার করা হবে, কিভাবে তাদের পাশে থাকা যাবে, কিভাবে দুর্যোগগ্রস্থ এলাকাতে কাজ করতে হয় তার সবই প্রশিক্ষনে বলা হচ্ছে। প্রশিক্ষন শিবিরে দমকল থেকে অফিসারেরা থাকবেন, পুলিশ থেকেও অফিসারেরা থাকবেন। থাকছেন আরও অনেকে। ইগনুর রিজিওনাল ডিরেক্টর সেখানে থাকছেন। সবমিলিয়ে মানুষের কল্যানে আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ শিলিগুড়ি ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিঃশব্দে অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবাতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

বসন্ত উৎসবে মায়েদের জন্য সাবধানতা

ডাঃ জি বি দাস
(নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে বসন্ত উৎসব বা রংয়ের উৎসব হোলির শুভেচ্ছা। এটা আমাদের ঐতিহ্যের উৎসব। তাই এই উৎসবে মেতে ওঠা জরুরি। এনিয়ে কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন ঐতিহ্যমন্ডিত উৎসবগুলোর মধ্যে একটি হলো রংয়ের উৎসব হোলি। আমাদের দেশে বহু ভাষা বহু জাতি বহু ধর্ম হলেও আমরা এক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।রংয়ের উৎসব হোলি কিন্তু সেরকম এক বার্তাও বহন করে আনে। রংয়ের উৎসব হোলি বলে, আমরা সকলে মানুষ । মানুষে মানুষে প্রেমই হলো বড় ব্যাপার।

এই উৎসবের প্রথম দিন আবীর খেলা হয়। গুরুজনদের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করা হয়। এর মধ্যে যে বার্তা আমাদের মধ্যে আসে তা হলো, চিত্ত শুদ্ধি। আমাদের মনকে পবিত্র করা। আবীর বা রংয়ে অনেক গর্ভবতী মায়েরাও মেতে ওঠেন। তাদের প্রতিই বলবো, একটু সাবধানে হোলি খেলবেন। প্রথমত ভেষজ আবীর ব্যবহার করলে ভালো। ভেষজ আবীরের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না ত্বকের ওপর। আজকাল অনেক কেমিক্যাল আবীর বেরিয়েছে। সেসব থেকে সাবধান। এইসময় আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। বিকালে সকালে শীত শীত ভাব রয়েছে। দুপুরে গরম রয়েছে। ফলে জ্বর হচ্ছে। সর্দি কাশিও হচ্ছে। তাই সাবধানে থাকুন। রং খেলার সময় হুড়োহুড়ি একদম নয়। খুবই সাবধানতা দরকার। যেসব মায়ের প্রসবের সময় খুব কাছে, তাদের এইসব হুড়োহুড়ির রং খেলা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ভালো।

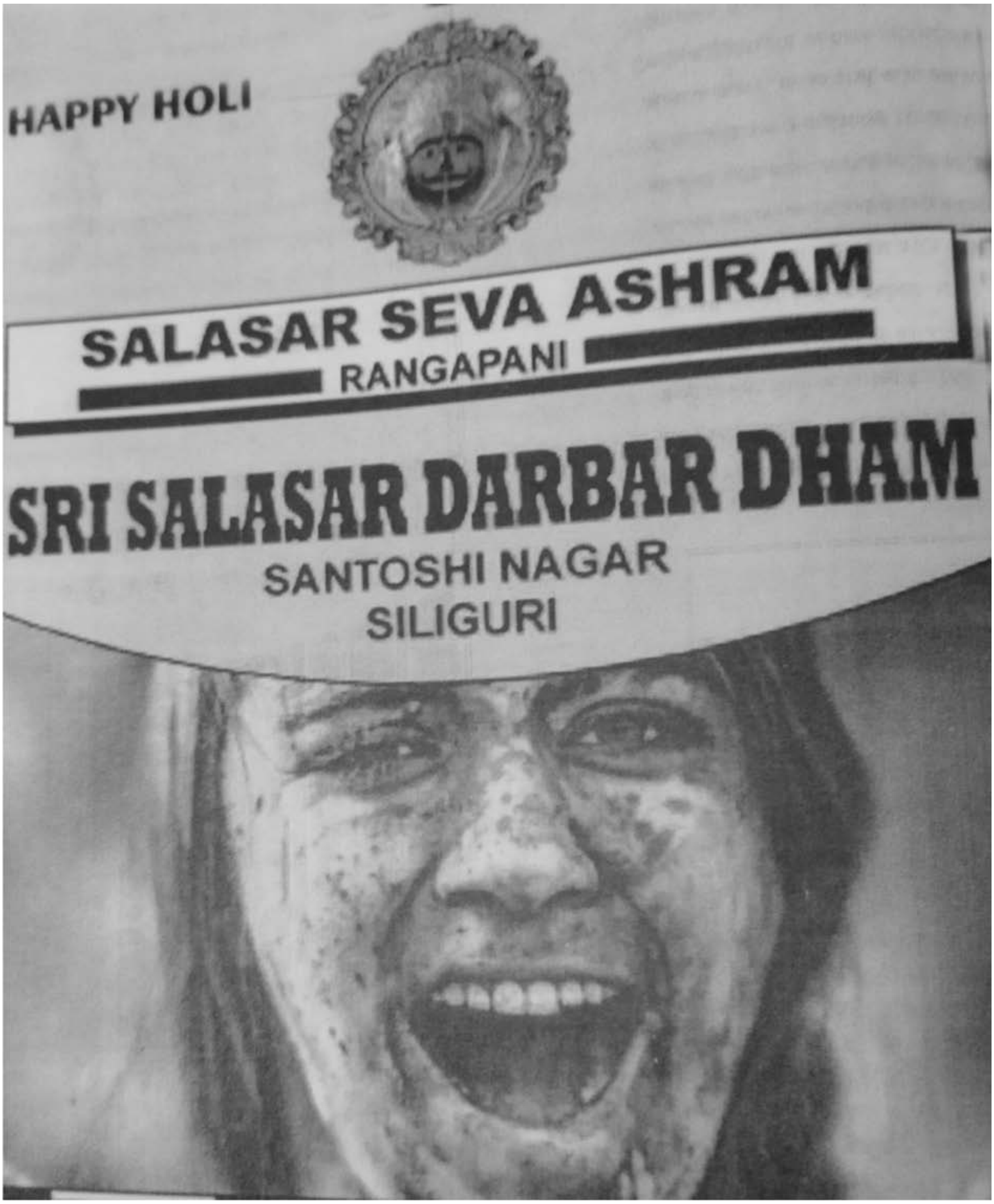
HAPPY HOLI
SALASAR SEVA ASHRAM
RANGAPANI
SRI SALASAR DARBAR DHAM
SANTOSHI NAGAR
SILIGURI

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায়--৩)

‘ বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ” ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয়?” মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনে কে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগী। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী, সাঁস ভী রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হয় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়গী। গঙ্গীর জলের দিকে তাকিয়ে বোললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগী। বেটা ইস শরীরকে লিয়ে কর্ম হ্যায়, কর্ম্মকে লীয়ে শরীর নহী। কর্ম্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।”কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। ঠিক কথা আমি আমার দেখার যন্ত্রনা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই সেই সব দেখা অভিজ্ঞতাগুলোকে লিপিবদ্ধ করি। অদ্ভুত ব্যাপার লেখা শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রনাও শেষ হয়ে যায়। মনের ভেতরে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাতের ফলে যে আলোড়ন হয় সেগুলো শান্ত হয়ে যায়।তাছাড়া ঘটনাগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। ব্যাগটি আবার কাঁধে ফিরে এলো,নিজের অজান্তেই হাতটা ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটি পান্ডুলিপি উঠে এলো। এর বেশিরভাগ চরিত্র জীবিত। লেখার নিয়মে স্থান এবং কালকে ঠিক রেখে চরিত্রগুলোর নাম ও গঠনে কিছু পরিবর্তন করা হলো। কারন বেশিরভাগ চরিত্রের অধস্তন পুরুষরা বর্তমান। তরে মঙ্গলামাসী নামটি অপরিবর্তিতই রইল। এর সাথে গল্পের মূল চরিত্রের জীবনটি জড়িয়ে রয়েছে যা খুবই সংবেদনশীল। ---মুসাফীর।

(গত সংখ্যার পর)

পেলিং এর হেরিটেজ রিসর্টে দুই বন্ধু ওঠে। দুজনই ভি আই পি সুতরাং রিসর্ট কর্তৃপক্ষ খুব সজাগ অতিথিদের ব্যাপারে। ওয়েদার ভাল থাকলে রুম থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ খুব ভালভাবে দেখা যায়। দেব জিজ্ঞেস করে কিরে ড্রিংকস নিবিতো? খুব বেশি নয়,

DEE ESS ENTERPRISE

TATA TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer

Berger
Paint your imagination

Sika
BUILDING TRUST

Auth. Dealer Auth. Distributor
deeessrana2013@rediffmail.com

Retail outlet
46, Satyen Bose Road
Deshbandhupara
Siliguri-734004
Ph. : 0353-3591128

C & F Office :
2nd Floor Manoshi Appartment
Babupara, Satyen Bose Road
Siliguri-734004
West Bengal

তবে তোকে কমপ্যানি দেবো। রুম সার্ভিস স্পেশাল ড্রিংকস ও স্ন্যাকস সার্ভ করে চলে যাওয়ার পর দুই বন্ধু মুখোমুখি বসে প্রথমে সার্ভ করা জিনিসের কিছুক্ষন সদ ব্যবহার চলে। তারপর ব্রেকের সময় দেব বলে তোকে একটা প্রশ্ন করছি, ফ্রাঙ্কলি উত্তর দিবি। তোর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি একটা চাপা বেদনা তুই বয়ে বেড়াচ্ছিস। তুই নিজেই বলেছিস অনুরাধাকে পাওয়ার পর তোর জীবনে যে শূন্যতা ছিল তা ভরাট হয়ে গেছে। তবে কি তোর কৈশোরের প্রেম এখনো তোর মধ্যে জায়গা দখল করে রয়েছে। তুই ঠিকই বলেছিস, বুনানীর স্মৃতিকে মুছে ফেলা এখনো সম্ভব হয়নি।

এখন কার বুনানী নয়, আমার কৈশোরের বুনানী। অনু সব জানে ও বলেছে এই স্মৃতিটা থাকুক -- তোমার জীবনের ভালবাসার প্রথম পাঠ। এই পাঠই তোমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। বাহ , দারুন তো ! হ্যাঁরে অনু এইরকমই। তাহলে বিষয়টা কি নিয়ে? তোকে সবটাই খুলে বলবো। আমি জানি তুই কেন ভাগলপুর যেতে চেয়েছিলিস। তোর নিজের জন্য নয়, তুই যেতে চেয়েছিলিস আমার জন্য। সুফী !মাঝেমধ্যে অভি দেবকে এই সম্বোধন করে। তোকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে আমি খুব গর্বিত তুই প্যান্ট শার্ট পড়া একজন আউটএন আউট সুফী। পরের দিন অন্ধকার ভোর হওয়ার একটু আগে দুই বন্ধু ভিউ পয়েন্টে এসে দাঁড়ায়। ওদের আগেই বেশ কয়েকজন পৌঁছে গেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ফিকে হতে আরম্ভ করে প্রকৃতির বৃহৎ ক্যানভাসে সূর্য্যদেব তাঁর আলোর শিল্প কলা দিয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘায় আলোর প্রতিফলনে প্রতি মুহুর্তে তার রুপ পরিবর্ত্তন হতে আরম্ভ করে। সবাই বিস্ময়ে মূক,মুগ্ধ। সবশেষে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরটি একেবারে সোনা হয়ে যায়। ওয়েদার খুব পরিষ্কার হঠাৎ করে শিখরের থেকে একটু নিচে একখন্ড মেঘ এসে দাঁড়ায়, কিছুদিন থেকে আবার চলে যায়। এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য বেশ কিছুক্ষন স্থায়ী হয় তারপরেই প্রকৃতির দৈনন্দিন আলোয় দিনের শুরু হয়। দুই বন্ধু রুমে ফিরে আসে। দেখলি সুফী ওই মেঘের উপরে সূর্য্যের আলোর কোন প্রভাব কিন্তু পড়েনি, ও নিজের ধূসর রঙেই ছিল। জানিস আমিও ওই মেঘটার মতো হতে চাই। দেব সবই বোঝে। ব্রেক ফাস্টের পর অভি বলে এবার মূল পর্বে ঢুকছি।

(ক্রমশ)

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ

দোল যাত্রা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ইসকন শিলিগুড়ি মন্দিরের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা ।

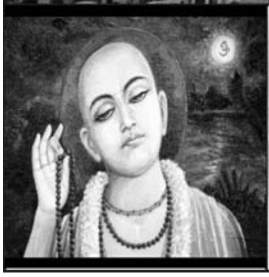

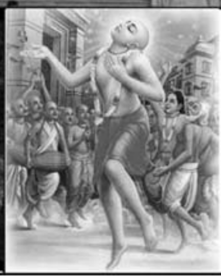

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
সভাপতি,
শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির

ভেষজ আবীর ব্যবহার করুন

কৈলাশ শর্মা
(সমাজসেবী, সালাসর সেবা আশ্রম)

সকলকে শিলিগুড়ি সন্তোষী নগরের সালাসর দরবার ধাম থেকে দোলযাত্রা ও হোলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলের কাছে হোলি উৎসব হয়ে উঠুক এক আনন্দ উৎসব। হোলিতে সবাই আনন্দ করুন। তবে একটু সাবধানে। দেখবেন কেউ যেন কেমিক্যাল রং আপনার শরীরে না দিয়ে দেয়। আজকাল অনেক কেমিক্যাল রং বেরিয়েছে। সেই সব রং কিন্তু শরীরের পক্ষে ভালো নয়। ত্বকের নানা রোগ হয়। আমরা সালাসর সেবা আশ্রম ,রাঙাপানি থেকেতো ভেষজ আবীর তৈরি করার কাজ করছি। বিগত কয়েকবছর ধরেই চলছে আমাদের সেই কাজ। ভেষজ আবীর বিভিন্ন রংয়ের হচ্ছে। কিন্তু সেসব শরীরের ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে না। ভেষজ আবীর বিভিন্ন গাছগাছড়া থেকে তৈরি হয়। এরমধ্যে প্রকৃতির একটি গন্ধ পাবেন আপনি। কোনো ক্ষতি করবে না এই ভেষজ আবীর।এই আবীরই আমরা ব্যবহার করি। নিজেরা তৈরি করি। অন্যদেরও উৎসাহ দিই ভেষজ আবীর ব্যবহার করার জন্য। রাঙাপানির কামারগছে রয়েছে আমাদের সেবা আশ্রম। সালাসর সেবা আশ্রমে সারা বছর ধরে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ হয়। হোলির ভেষজ আবীর তৈরি করেন স্থানীয় মহিলারা। এতে তাদের অল্প রোজগারও হয়ে যায়। আমরা চাই এইসব কাজের মাধ্যমে কিছু বেকারের কর্মসংস্থান হোক। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

দোল উৎসব তরাই বি এড কলেজে

পুস্পজিৎ সরকার
(শিক্ষক, সম্পাদক, শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজ)

প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা বসন্ত বার্তা প্রকাশ করবো। শান্তিনিকেতনের আদলে আমাদের এখানে দোল উৎসব পালন করা হয়। এছাড়া বিশেষ আকর্ষন হলো, আদবাসী জনজাতিদের নিয়ে বসন্তের আগমন বার্তা দেওয়া হয়। ৭ মার্চ রাতে আদিবাসী জনজাতিদের নিয়ে বসন্তের অনুষ্ঠান হয়। রাতে বুড়ির ঘর পোড়ানো হয়। আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে যেসব প্রচেষ্টা চলছে তাতে নারীদের অংশগ্রহন হচ্ছে অনেকটা। এবছর আমরা নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। বহু মেয়ে নার্সিং ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষন নিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে। তাদের যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করছি। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আমরা আজকাল যেসব কথা বলে থাকি তার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের তরাই বি এড কলেজ বা শিলিগুড়ি তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউটে। পিছিয়ে পড়া অনেক মেয়ে সেখানে কাজ করছে। তাদের আর্থিক অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে সেদিকে আমরা বিশেষ নজর রেখেছি। সকলকে দোল উৎসবের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো।

ঘরোয়া পরিবেশে শিলিগুড়িতে সুন্দর হোম স্টে আমার কুটির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ এখনতো ছবি তোলা সবার কাছে জলভাত। সেলফির বন্যা চারদিকে হামেশাই চলে। কিন্তু এমন এক সময় ছিলো যখন মোবাইল ফোন আসেইনি। কিন্তু মানুষের নিজের ছবি তুলে রাখতে কার না ভালো লাগে? পুরনো দিনের সেই সময়কার শিলিগুড়ির বাসিন্দারা কিন্তু ছবি তোলার জন্য দৌড়তেন শিলিগুড়ি কলেজ পাড়ায়।গার্লস হাইস্কুলের কাছে দাস স্টুডিওতে। বেশ সুনাম ছিলো দাস স্টুডিওর। প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক তরুন দাস সেই স্টুডিও খুলেছিলেন। বি বি সির ফটোগ্রাফার ছিলেন তরুনবাবু। সেই স্থানেই এখন গড়ে উঠেছে আমার কুটির। শিলিগুড়ি শহরের প্রথম হোম স্টে। প্রয়াত তরুনবাবুর স্ত্রী চন্দ্রা দাস সেই হোম স্টে খুলেছেন। তারসঙ্গেই রয়েছে দাস রয়েল টি এন্ড স্ন্যাকস। শিলিগুড়ি শহরের ওপর দিয়েই প্রচুর পর্যটক দার্জিলিং পাহাড়ে যান বা সিকিমে বেড়াতে যান। কেওবা ডুয়ার্সে বেড়াতে যান। কিন্তু সেইসব স্থানে যাওয়ার আগে অনেকেই এক দুই রাত শিলিগুড়িকে কাটান। অনেকেই হোটেলের পরিবেশে থাকতে আগ্রহী হন না। তারা চান ঘরোয়া পরিবেশে হোম স্টের মধ্যে থাকতে। আর সেইরকম ঘরোয়া পরিবেশে আন্তরিকতা আতিথেয়তা নিয়ে সকলের সামনে ভালো নজির তৈরি করছে আমার কুটির। চন্দ্রাদেবী বেশ দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালনা করে চলেছেন সেই হোম স্টে। সেখানে সাধারণ ঘর যেমন রয়েছে তেমনই এ সি ঘর রয়েছে। খাওয়াদাওয়াও বেশ ভালো। যারা একবার সেখানে রাত্রি কাটিয়েছেন তাদের মুখে মুখে কিন্তু ফিরেছে সেই হোম স্টের নাম। বেশ সুন্দর অন্যরকম পরিবেশে সেখানে সময় কাটানো যায়। আরও মজার ব্যাপার হলো, আপনি উত্তরবঙ্গে যে এসেছেন তার প্রতিফলন যেন ফুটিয়ে তোলে হোম স্টের রুমগুলিতে। উত্তরবঙ্গের নদীগুলোর পরিচয় পাওয়া যায় রুমগুলো থেকে। মহানন্দা, জলঢাকা ইত্যাদি। শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে কলেজের কাছে এরকম সুন্দর হোম স্টে যে রয়েছেসেটা অনেকেরই অজানা। কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকরা যারা বাইরে থেকে এসেছেন তারা অনায়াসে সেই হোম স্টেতে থাকতে পারেন। এক হাজার টাকা থেকে রুমের ভাড়া শুরু। যারা শহরে বাইরে চিকিৎসা করাতে আসেন তাদের জন্যও ভালো এই হোমস্টে।

সামনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ৮ মার্চ নারী দিবস। তার আগে বলতে হয়, চন্দ্রদেবী একজন মহিলা হয়েও যেভাবে আমার কুটির হোম স্টে এবং দাস রয়েল টি পরিচালনা করছেন তা এককথায় অনবদ্য। মহিলারাও যে কিছু করতে পারে , মহিলাদের মধ্যে সেই দক্ষতা রয়েছে তা রীতিমতো সকলের সামনে প্রমান করে দিচ্ছেন চন্দ্রাদেবী। এখন আমরা সবাই মিলে যতই এই আমার কুটিরে গিয়ে সময় কাটাতে পারবো ততই তার হোম স্টের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে তাতো বলাই বাহুল্য।